58

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 JAN 1996 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ .....

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণে কর্তৃপক্ষের মনোভাব ও ফরম বিক্রির জমজমাট ব্যবসা প্রসঙ্গে

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সঙ্কট কতটা প্রকট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এ সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'টু-পাইস' কামানোর জমজমাট ব্যবসা খুলে বসেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি শিক্ষার ওপর একমাত্র সর্বোচ্চ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর আয়তন প্রায় দুই হাজার একর। এটিই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যাই বেশি। দিন দিন এর কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না শুধু ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যা। ৬টি অনুষদে প্রতি বছর নিয়মিত ৫৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আছে তাতে কমপক্ষে প্রতিবছর দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলীর অধিকাংশই পিএসডি ডিগ্রীধারী, যাঁদের অধিকাংশই দেশী অথবা বিদেশী কোন কোন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। তাই ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যা বাড়ানোর মতো ঝামেলায় ওনারা যেতে চান না।

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষে মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশের আগেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেয়। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সকলেই আবেদন করতে পারবে বলে ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। ফলে উল্লিখিত দু'টি পাবলিক পরীক্ষায় মোট ৯০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সকল বোর্ডের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং প্রায় ১২ হাজার আবেদনপত্র জমা হয়। প্রতিটি আবেদনপত্র ১৫০ টাকা হারে প্রায় ১৮ লাখ টাকার আবেদনপত্র বিক্রি হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বাছাইয়ের নামে সুকৌশলে পাবলিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাভিত্তিক আসন সংখ্যার দশগুণ আবেদনপত্র রেখে অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ ৬ হাজার আবেদনপত্র সরাসরি বাদ দিয়ে দেয়। বাদ পড়ে যাওয়া এসব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ১৩৪৩—যা ন্যূনতম যোগ্যতার অনেক উপরে। অথচ বাদ দেয়া ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ফরম বিক্রি করে প্রায় ৯ লাখ টাকা আদায় করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শত আন্দোলন এবং বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনোভাব পরিবর্তন করেনি। চাহিদার চেয়ে বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। অথচ তাদের কাছ থেকে ফরম বিক্রির নামে আদায়কৃত বিপুল অঙ্কের টাকা নির্বাচনী পরীক্ষায় খরচ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ রেখে দেয়। এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর।

বাছাই করা ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচনী পরীক্ষা নেয়ার পর তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৫৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রীর একটি অপেক্ষমাণ তালিকাও তৈরি করা হয়। কিন্তু ভর্তির জন্য ঘোষিত তারিখে মাত্র ২৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় যা আসন সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। এমন কি অপেক্ষমাণ তালিকার সব ক'জন ছাত্র-ছাত্রী [illegible] ভর্তি হয় তাতেও ১৩ জন কম পড়ে। [illegible] অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি [illegible] পত্রিকাতে [illegible] দেয়া সত্ত্বেও এখনও বিভিন্ন অনুষদে ৭০টি আসন শূন্য পড়ে আছে বলে জানা যায়। এ পরিস্থিতি একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কতটা অবমাননাকর তা বলাই বাহুল্য। এই পরিস্থিতির একমাত্র কারণ মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নির্বাচনী পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশের আগেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান।

বিগত শিক্ষা বর্ষের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। অথচ সব জেনেশুনে এবারও আগে ভাগে অর্থাৎ গত ২৫/১১/৯৫ তারিখে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপিত দেয়। আবেদনকারীর যোগ্যতা পূর্বের শর্তই বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বহাল রাখা হয়। কারণ কর্তৃপক্ষ জানে, আবেদন করার যোগ্যতা যত শিথিল হবে তত বেশি ফরম বিক্রি হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ফরম বিক্রির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত তারিখের মধ্যে ১০ হাজার ফরম বিক্রির পরও কর্তৃপক্ষের টার্গেট পরিপূর্ণ হয়নি। তাই অনিবার্য কারণ দেখিয়ে গত ১০/১/৯৬ তারিখ পর্যন্ত ফরম বিক্রির তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

এবারও হয়তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বৈরাচারী কায়দায় আসন সংখ্যার দশগুণ আবেদনপত্র রেখে যথাযথ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ আবেদনকারীকে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া থেকে বঞ্চিতও করবে।

এ অবস্থায় এ দেশের একজন সচেতন নাগরিক ও অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক হিসাবে আমার আহ্বান— স্বায়ত্তশাসনের নামে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা হোক। ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন সকল আবেদনকারীকে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক। সকল অনুষদ মিলে আসন সংখ্যা কমপক্ষে দুই হাজারে উন্নীত করা হোক। এ ব্যাপারে দেশের সকল সুধী ও ছাত্র সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
চরপাড়া, ময়মনসিংহ।